কাঁথি আদালতে নাবালিকার সাক্ষ্য, সাত বছর কারাবাস বাবার

মিলন পণ্ডা, কাঁথি: বাবা-দাদুদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল মা। নিজের নাবালিকা মেয়ের জবানবন্দি মাতৃ হত্যার প্ররোচনার দায়ে অভিযুক্ত বাবাকে পাঠালো কারাবাসে। পণের দাবিতে অত্যাচার চালানো ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে মৃণাল দাস, কানাই দাস, অম্বিকারানি দাস ও অশোক দাসকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিল কাঁথি মহকুমা আদালত। মঙ্গলবার কাঁথি মহকুমা আদালতের অ্যাডিশনাল সেশান জজ ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক হারাধন মুখার্জি এই রায় ঘোষণা করেন।

মামলার সরকারি আইনজীবী সন্দীপ মাইতি জানিয়েছেন, গত ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর পটাশপুর থানার সারদাবাড় গ্রামের পরেশ চন্দ্র করের মেয়ে দেবীর সঙ্গে এই থানার মকরাজপুর গ্রামের মৃণাল দাসের বিয়ে হয়। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকেই অতিরিক্ত পণের দাবিতে দেবী দাসের উপর অত্যাচার চালাত তাঁর স্বামী মৃণাল সহ পরিবারের বাকি সদস্যরা। সন্দীপ মাইতি বলেন, এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গত ২০১১ সালের ৩০ আগস্ট বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন দেবী দাস। এরপরেই জামাই মৃণাল দাস, মেয়ের শ্বশুর কানাই দাস, শাশুড়ি অম্বিকা রানি দাস ও খুড় শ্বশুর অশোক দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন পরেশ চন্দ্র দাস। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, মৃতার নাবালিকা শিশুকন্যা ও স্থানীয় গ্রামবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে আদালত সোমবার এই চার অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪৯৮এ, ৩০৪বি ও আইপিসি ৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন। এদিন রায় ঘোষণা হয়। অপরাধীদের সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড সহ ১ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে আদালত। টাকা অনাদায়ে আরও অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে। মেয়ের উপর অত্যাচারীরা সাজা পাওয়ায় খুশি বাবা পরেশ চন্দ্র কর। জানিয়েছেন, মেয়ের শ্বশুর বাড়ির দাবি মতো সব যৌতুক দিয়েছি। শুধু মোটর সাইকেলের মাত্র ২০ হাজার টাকা বাকি ছিল। বলেছিলাম, কিছুদিনের মধ্যে দিয়ে দেব। কিন্তু অমানুষগুলোর লাগাম ছাড়া অত্যাচার আর সহ্য করতে পারেনি মেয়ে আমার, বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন পরেশবাবু। বলেন, এই রায়ে আমি খুশি। কিন্তু আসামিগুলোর আরও বড় শাস্তি পেলে মনটা আরও আনন্দ পেত।

বেকসুর খালাস মন্ত্রী ও সাংসদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি: রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী সহ একগুচ্ছ তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দীর্ঘ ২১ বছর আগের এক মামলা থেকে বেকসুর খালাসের রায় দিল কাঁথি মহকুমা আদালত। মঙ্গলবার কাঁথি আদালতের থার্ড আইনজীবী কাঁথি পুরসভার কাউন্সিলর নির্মাল্য দাস জানিয়েছেন, গত ১৯৯৬ সালে কাঁথির টাউন হলের সামনে যুব কংগ্রেসের সভাকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর মারামারির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় বলাই পাত্র নামে এক ব্যক্তি কাঁথি থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৪৭,১৪৯,৩২৩,৩২৮,৩৮৯ ধারায় শুভেন্দু অধিকারী, দিব্যেন্দু অধিকারী, বিশ্বজিৎ মাইতি, কনিষ্ক পণ্ডা, বিশ্বজিৎ দত্ত সহ মোট ৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। নির্মাল্য দাস জানিয়েছেন, আদালত অভিযোগের সমস্ত তথ্য-প্রমাণ খতিয়ে দেখে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী সহ বাকি সকল অভিযুক্তকে বেসকুর খালাসের নির্দেশ দেন।

শ্রীনু খুনের ঘটনায় গ্রেফতার রামবাবু

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর: খড়গপুর শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে শ্রীনু নাইডু খুনে মূল অভিযুক্ত বাসব রামবাবু অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রি থেকে গ্রেফতার হলেন।

গ্রেফতার করা হয় রামবাবুর ভাই চিন্না ও রামানাকেও। আগামীকাল তাদের স্থানীয় আদালতে তোলা হবে। তিন-দিনের ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানাবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। আদালতের নির্দেশ পেলে ধৃতদের নিয়ে আসা হবে মেদিনীপুর। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে খড়গপুর থেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন রামবাবু। প্রায় দেড় মাস মেদিনীপুর জেলে থাকার পর আদালতের নির্দেশে শর্তসাপেক্ষে জামিন পান তিনি। আদালত নির্দেশ দেয়, তিনি এই রাজ্যে থাকতে পারবেন না। তারপর থেকে অন্ধ্রপ্রদেশেই রয়েছেন তিনি। গত ১১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে খুন হন খড়গপুরের একচ্ছত্র ডন বলে পরিচিত শ্রীনু নাইডু। খুনের ঘটনায় ধৃতদের জেরা করে উঠে আসে রামবাবুর নাম। পুলিশের তরফে রামবাবুর গ্রেফতারি পরোয়ানা চাওয়া হয়। মেদিনীপুর আদালত ১১ ফেব্রুয়ারি রামবাবুর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। বিচারক নির্দেশ দেন, ৭ মার্চের মধ্যে রামবাবুকে গ্রেফতার করে আদালতে তুলতে। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষ পুলিশের ১৮ জনের একটি টিম পাঠান অন্ধ্রপ্রদেশে। টিমের নেতৃত্বে ছিলেন ঝাড়গ্রামের এসডিপিও বিবেক বর্মা। অবশেষে আজ রাজামুন্দ্রি থেকে গ্রেফতার করা হয় রামবাবু ও তাঁর দুই ভাইকে। নিজের বাড়ি থেকেই গ্রেফতার হন রামবাবু।

প্রাক্তন ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় গৃহ শিক্ষককে গ্রেফতার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জুনপুট: প্রাক্তন ছাত্রীকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগে গৃহ শিক্ষককে গ্রেফতার করল কাঁথি মহিলা থানার পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্ষিতার গোপন জবানবন্দি নেয় আদালত। কাঁথি মহিলা থানার সূত্রে জানা গেছে, জুনপুট কোস্টাল থানার উত্তর কাদুয়া গ্রামের সুদীপ মাইতি গৃহশিক্ষকতা করে। কাদুয়া মুকুন্দপুরের কালিপদ গিরির মেয়েকে পড়াতে যেত সুদীপ। কয়েক মাস আগে থেকে আর পড়াতে যায় না। জানা গেছে, কয়েক দিন আগে কাঁথির দারুয়ায় নিজের কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে মেলা দেখতে এসেছিল কালিপদ গিরির মেয়ে। সেখানে তাদের সঙ্গে গৃহশিক্ষক সুদীপের দেখা হয়। জানা গেছে, প্রাক্তন ছাত্রী ও তার বান্ধবীদের সঙ্গে মেলায় একসঙ্গে কাটায় এই যুবক। পরে সকলে মিলে এক সঙ্গে বাড়ি ফেরে।

এই যুবতীর বাড়ির কিছুটা আগে সকল বান্ধবীর বাড়ি। তাই বাকি রাস্তাটা প্রাক্তন গৃহশিক্ষকের সঙ্গে যাচ্ছিল এই যুবতী। অভিযোগ বাড়ির কিছুটা আগে অন্ধকার নির্জন এলাকায় এই যুবতীর মুখ চেপে ধরে তাকে ফাঁকা মাঠের দিকে টেনে নিয়ে যায় অভিযুক্ত গৃহ শিক্ষক। সেখানে এই যুবতীকে ধর্ষণ করে। আরও অভিযোগ, বাড়িতে ঘটনাটা জানালে তাকে খুনের হুমকি দেয়।

কিন্তু বাড়ি ফিরে একদিন পর যুবতী অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঘরে বাবা-মায়ের চাপে সমস্ত ঘটনা বলে দেয় এই যুবতী। তারপরেই কাঁথি মহিলা থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করে। এরপরেই সোমবার রাতে জুনপুট কোস্টাল থানার সাহায্য নিয়ে উত্তম কাদুয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে এই যুবককে গ্রেফতার করে মহিলা থানার পুলিশ।

আদালতের নির্দেশে জবর দখল উচ্ছেদ

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর-২ ব্লকের রঘুনাথবাড়ে পূর্ত দফতরের জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিল পুলিশ। উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন রামনগর-২ ব্লকের বিডিও প্রীতম সাহা। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই রামনগর-২ ব্লকের রঘুনাথবাড়ে সরকারি জমি দখল করে তার উপরে মিষ্টির দোকান চালাচ্ছিলেন বাসুদেব বারিক। অভিযোগ, বেশ কয়েকবার অবৈধ নির্মাণ ভাঙার জন্য প্রশাসনের তরফে নির্দেশ দিলেও বাসুদেববাবু নির্মাণ সরানোর কোনও ব্যবস্থা নেননি। এরপরেই কলকাতা উচ্চ আদালতে মামলা হয়। অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদকে ঘিরে যাতে এলাকার আইনশৃঙ্খলার অবনতি না হয় তারজন্য প্রচুর পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছিল। যদিও কোনও উত্তেজনার ঘটনা ঘটেনি।

রামনগর

এগরা-২ ব্লকের ভূমি সংস্কার দফতরের নতুন ভবনের উদ্বোধন

সাধারণ মানুষকে সরকারি পরিষেবা প্রদানে মমতার সরকারই সেরা : শিশির

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা: স্বাধীনতার পর এই রাজ্যের মানুষ বহু সরকার দেখেছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত সরকারের মতো সরকার তাঁরা দেখেননি। এখন যত সহজে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছায়, এর আগে কোনও সরকার সেই কাজ করে দেখাতে পারেনি।

মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মঞ্জুশ্রীতে এগরা-২ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের নতুন ভবনের উদ্বোধন করে একথা বলেন কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী। এদিনের উপস্থিত ছিলেন এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস, উত্তর কাঁথির বিধায়ক বনশ্রী মাইতি, এগরার মহকুমা শাসক রজতকান্তি বিশ্বাস, এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আরতি মুণ্ডা প্রমুখ।

এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিস সংলগ্ন এলাকায় ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নব নির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে কাঁথির সাংসদ বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা দ্রুত পৌঁছ দেওয়ার ক্ষেত্রে ১নং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বলেন, বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে এলাকার মানুষের দাবি ছিল স্থায়ী নিজস্ব ভবন হোক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের এই দাবি পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস বলেন, মানুষ আমাদের নির্বাচিত করেছেন তাঁদের পরিষেবা প্রদানের জন্য। কিন্তু বিগত বাম আমলে উপেক্ষিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। পরিষেবা পেয়েছেন দলের নেতা-কর্মী-মন্ত্রীরা। তৃণমূল সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সব সময় রাজ্যের সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া বেশি গুরুত্ব এবং অগ্রাধিকার পেয়েছে। অন্যান্য বক্তরা প্রকাশ করেছেন, ব্লক অফিস সংলগ্ন নিজস্ব ভবন গড়ে ওঠায় এলাকার মানুষ এবার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর থেকে আরও ভালভাবে পরিষেবা পাবেন। এদিন নতুন ভবনের উদ্বোধনের পাশাপাশি এলাকার জমিহীন প্রায় ২০০ জন অধিবাসীকে জমির পাট্টা প্রদান করা হয়। কয়েকজন প্রতিবন্ধীর হাতে তাঁদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

পটাশপুরে সবুজশ্রী-র সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর-১ ব্লকে মঙ্গলবার থেকে সবুজশ্রী প্রকল্পের সূচনা হল। এই প্রকল্পে এলাকার ৬০ জন নব জাতকের মায়ের হাতে চারা গাছ তুলে দিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মৃণাল কান্তি দাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন সাউ, বিডিও রণজিৎ হালদার প্রমুখ।

মঙ্গলবার ময়না ব্লকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমষ্ঠি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কাছে একগুচ্ছ আবেদন নিয়ে ডেপুটেশন দিল সারা ভারত কৃষক ক্ষেত মজুর সংগঠন। ময়না শাখার মূলত দাবিগুলি হল। (১) কৃষিপণ্যের নায্য দাম দিতে হবে। (২) ময়নাতে বিকল্প চাষে সেচের জল সুনিশ্চিত করতে হবে। (৩) কৃষকদের কিষাণ/বার্ধ্যক্যভাতা দিতে হবে। (৪) এমজিএনআরজিএ স্কিমে ১০০ দিনের কাজ সংকুচিত করা চলবে না ইত্যাদি।

বাবার স্মৃতি বুকে নিয়ে ভূগোল পরীক্ষা দিল কার্তিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা: গড়বেতার মায়তা হাইস্কুলে মঙ্গলবার বাবার স্মৃতি বুকে আগলেই ভূগোল পরীক্ষা দিল ছেলে কার্তিক ডিঙা। আগের রাতেই বাবা মারা গিয়েছে। মুখাগ্নি সহ শেষকৃত্যের কাজ করতে করতেই ভোরের আলো ফুটে যায়। তবুও টলাতে পারেনি কার্তিককে। মাধ্যমিক পরীক্ষার হলে ঠিক সময়েই হাজির হয়ে পরীক্ষা দিল সে। পরীক্ষায় বসার আগে গড়বেতার ব্যানার্জিডাঙা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র কার্তিক ডিঙা বলল, ‘‘বাবা চাইতেন আমি পড়াশুনো করে মানুষের মতো মানুষ হই, বাবার শখ ছিল আমি স্কুল শিক্ষক হই। সেই বাবার ইচ্ছে পূরণ করতেই পরীক্ষা দিতে আসা।’’ কার্তিকের বাড়ি গড়বেতারই ভেদুয়া গ্রামে।

বাবা চিত্ত ডিঙা ছিলেন ছোট চাষি। সামান্য জমি চাষ করেই তিনি তিন মেয়ে ও এক ছেলে কার্তিককে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল মেয়েদেরকে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে দেওয়া, আর একমাত্র ছেলে কার্তিককে উচ্চশিক্ষিত করে স্কুল শিক্ষক করার। সেজন্য জীবনের সর্বপ্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক যাতে ভালোভাবে ছেলে দিতে পারে তারজন্য প্রাণপাত করেছিলেন বাবা চিত্ত ডিঙা। পরীক্ষা ভালোই দিচ্ছিল কার্তিক। তার পরীক্ষার কেন্দ্র পড়েছিল গড়বেতারই মায়তা হাইস্কুলে। বাবার স্বপ্ন সার্থক করতে কার্তিকও উঠেপড়ে লেগে মাধ্যমিক দিতে শুরু করেছিলে। ভালোই পরীক্ষা হচ্ছিল। হঠাৎই ইন্দ্রপতন! হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাবার মৃত্যু! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে কার্তিকের। একমাত্র ছেলে হওয়ায় মুখাগ্নি সহ বাবার দাহকাজ সম্পন্ন করতে হয় কার্তিককেই। কার্তিকের কথায়, ‘মা দিদি সহ প্রতিবেশীরা বলেছিল এবার আর পরীক্ষা দিস না, ড্রপ দে। আমি ঠিক করলাম পরীক্ষা না দিয়ে ড্রপ দিলে পড়ায় আর মনই বসাতে পারব না। তাই বুকে বল নিয়ে সব পরীক্ষাই দেব বলে ঠিক করেছি। বাবার ইচ্ছে আমাকে পূরণ করতে হবে।’’ পিতৃশোক ভুলে পরীক্ষার হলে বসা কার্তিক ডিঙার মনোবল দেখে অবাক মধ্যশিক্ষা পর্ষদের গড়বেতার আহবায়ক প্রতিনিধি সুভাষ চ্যাটার্জি।

তিনি বললেন, ‘‘ওর মানসিক দৃঢ়তাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়, বাবার মৃত্যুতেও লক্ষ্যে অবিচল কার্তিক গড়বেতার গর্ব।

হলদিয়া মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে তমলুকের সাংসদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্প শহর হলদিয়ার মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। সাংসদ ছাড়াও পরিদর্শক দলে ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ডা: রশ্মি কমল, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি মধুরিমা মণ্ডল প্রমুখ। প্রসঙ্গত, স্থানীয় জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির তরফে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে শিল্প শহরের হাসপাতাল হওয়া সত্ত্বেও হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা জেলার অন্যান্য হাসপাতালের থেকেও বেহাল। জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির অভিযোগ, হাসপাতালের এক শ্রেণির অসাধু কর্মী ও স্বাস্থ্য কর্মীদের কারণেই এই বেহাল দশা। জানা গেছে, এদিন হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী সহ পরিদর্শক দলের বাকি সদস্যদের চোখেও কিছু ঘাটতি ধরা পড়েছে। এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও জানা গেছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে বৈঠক ডাকার জন্য এগরা মহকুমা শাসককে বলেছেন সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী।